



147381 - যবে সমস্ত অবস্থায় দুই নামায় একত্ৰে পড়া যায় আর হমিশলৈৰে কাৰণে দুই নামায় একত্ৰ
কৰাৰ হুকুম

প্ৰশ্ন

আমি পড়ালখোৰ জন্য নতুন এক শহৰে বসবাসৰে জন্য স্থানান্তৰতি হয়ছে। মসজিদে মাগৰবিৰে নামায় পড়তে গিয়ে দেখতে
পলোম ইমাম মাগৰবি ও এশাৰ নামায় একত্ৰে পড়লেনে। যদিও আমি জানি যি নামায় একত্ৰ কৰাৰ কিছু কাৰণ আছে, তবে
আমি সিগেলো সম্পৰ্কে পুরোপুরি জানি না। তাকে আমি বিষয়টি প্ৰশ্ন কৰলে তিনি বললেনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বৃষ্টিৰ সময় নামায় একত্ৰ কৰেছে। বাইৰে তুষাৰপাত থাকার কাৰণে আমরা দুই নামায় একত্ৰ কৰলাম।
তুষাৰপাতৰে সময় নামায় একত্ৰ কৰা কি জায়যে? নামায় একত্ৰ কৰাৰ কাৰণগুলো কী কী? আল্লাহ আপনাকে উত্তম
প্ৰতিদিন দান কৰুন।

প্ৰিয় উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

বৃষ্টিৰ কাৰণে মাগৰবি ও এশাৰ নামায় একত্ৰে পড়াৰ পক্ষযে সুন্নাহ থকে প্ৰমাণ পাওয়া যায়। মুসলিমি (৭০৫) বৰ্ণনা কৰনে:
সাদ্দ ইবনে জুবাইৰ বৰ্ণনা কৰনে: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মদনীয় কোনোটো ভীতি বা বৃষ্টি ছাড়াই যোহৰ ও আসৰৰে নামায় এবং মাগৰবি ও এশাৰ নামায় একত্ৰে পড়িছে। আমি ইবনে
আব্বাসকে প্ৰশ্ন কৰলাম: কেনে তিনি এমনটি কৰলেনে? তিনি উত্তৰ দলিনে: ‘যাতে কৰে তাৰ উম্মতৰে জন্য কষ্টকৰ না
হয়।’

বৃষ্টিপাতৰে উপৰ কয়িস কৰে তুষাৰপাতৰে কাৰণেও দুই নামায় একত্ৰে আদায় কৰা জায়যে।

কাশ্শাফুল ক্বনি’ গ্ৰন্থে এসছে: ‘বৃষ্টিৰ হুকুমে পড়ায় তুষাৰপাত ও শীতৰে কাৰণে দুই এশা (মাগৰবি ও এশা) একত্ৰে
আদায় কৰা জায়যে, দুই যোহৰ (যোহৰ ও আসৰ) নয়। হমিশলৈৰে কাৰণেও দুই এশা একত্ৰে আদায় কৰা যাবে; কাৰণ হমিশলৈ
তীব্ৰ শীতৰে কাৰণে জমে।’

শাইখ ইবনে উছাইমনি রাহমাহুল্লাহ শীতৰে কাৰণে দুই নামায় একত্ৰ কৰা প্ৰসঙ্গে বলেনে: ‘এটা জায়যে নহে। তবে যদি
শীতৰে সাথে এমন তীব্ৰ বায়ু প্ৰবাহতি হয় যা মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথিবা যদি এৰ সাথে তুষাৰপাতও হয় তাহলে জায়যে। কাৰণ
তুষাৰপাত নঃসন্দেহে মানুষকে কষ্ট দিয়ে; এমন অবস্থায় নামায় একত্ৰে আদায় কৰা জায়যে।’[পূৰ্ণ বক্তব্য]

জনে রাখুন, দুই নামায একত্রে পড়ার বৈধতা দিয়ে এমন ওজররে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রশস্ততা আছে হাম্বলী মাযহাবে।
আমরা সেই ওজরগুলো এখানে উল্লেখ করছি যাতে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারেন।

বুহুতী রাহমাহুল্লাহ 'কাশশাফুল ক্বনি' গ্রন্থে (২/৫) বলেন:

‘দুই নামায একত্রে করা সংক্রান্ত অধ্যায়। ... যোহর ও আসরের নামাযকে দু'টরি যে কোনও একটরি ওয়াক্তে একত্রে পড়া জায়যে। মাগরিব ও এশার নামাযকে দু'টরি যে কোনও একটরি ওয়াক্তে একত্রে পড়া জায়যে। এই চার নামায একত্রে পড়া যায়। যোহররে সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে এশা। ওয়াক্তদ্বয়রে যে কোনও একটরি ওয়াক্তে। প্রথমটরি ওয়াক্তে একত্রে করা হলে একে বলা হয় جمع التقديم (অগ্রমি একত্রকিরণ)। আর দ্বিতীয়টরি ওয়াক্তে একত্রে করা হলে একে বলা হয় جمع التأخير (বলিম্বে একত্রকিরণ)।

আট অবস্থায়:

প্রথম অবস্থা: এমন মুসাফিরের জন্য যে নামায কসর (হ্রাস) করে পড়ে। অর্থাৎ যার জন্য চার রাকাতকে হ্রাস করা জায়যে এই শর্তে যে, সফরটি মাকরূহ বা হারাম হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যিনি একত্রে না পড়লে তার কষ্ট হয় ও তাকে দুর্বলতা পায়। ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারীর জন্য দুই নামায একত্রে পড়ার বৈধতা প্রমাণিত। 'ইস্তহিয়া' এক প্রকার ঋতুস্রাবজনিত রোগ। ইমাম আহমদ এভাবে দলীল দেন যে, অসুস্থতা সফর থেকে মারাত্মক। তিনি নিজের সূর্যাস্তরে পরে শঙ্কি দায়ে, রাতের খাবার খেয়ে, তারপর দুই নামায একত্রে পড়েছেন।

তৃতীয় অবস্থা: এমন দুগ্ধদাত্রী মা যাকে ব্যাপকহারে নাপাকরি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকে নামাযের জন্য নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার কষ্ট। আবুল মা'আলী বলেন: তার অবস্থা অসুস্থ ব্যক্তির মতোই।

চতুর্থ অবস্থা: প্রত্যেকে নামাযের জন্য পানি দ্বারা কথিবা তায়াম্মুমে মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি। কারণ মুসাফির ও রোগীর জন্য কষ্টের কারণে নামায একত্রতিকরণের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেকে নামাযেই পবিত্রতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি তাদের অনুরূপ।

পঞ্চম অবস্থা: যার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এই বক্তব্যের মাধ্যমে: অথবা ওয়াক্ত জানতে অক্ষমের জন্য। যমেন: অন্ধ ব্যক্তি অথবা ভূগর্ভে আটক ব্যক্তি। ইমাম আহমদ এর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর-র'আয়াহ গ্রন্থকার এটি উল্লেখ করেছেন। আল-ইনসাফ প্রণেতাও এতে সীমিত থেকেছেন।

ষষ্ঠ অবস্থা: ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী ও তার অনুরূপ ব্যক্তি। যমেন: অনবরত পশোব-বরা রোগী, কথিবা সর্বদা কামরস নরিগত

হওয়া রোগী কথিবা সর্বদা নাক থেকে রক্ত পড়ে এমন ও অনুরূপ রোগী। কারণ হামনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি হাদীসে আছে, তিনি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তহিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন তখন নবীজী তাকে বললেন: “তোমার যদি সক্ষমতা থাকে তাহলে যোহর পছিয়ে এবং আসর এগিয়ে এনে গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়বে। তারপর মাগরিবি পছিয়ে এবং এশা এগিয়ে এনে গোসল করে দুই নামায একত্রে পড়বে।” [ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং সহিহ বলে গণ্য করেন] যে ব্যক্তির অনবরত পশোব ঝরে বা যার অবস্থা এমন, সেও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সপ্তম ও অষ্টম অবস্থা: যে ব্যক্তির এমন ব্যস্ততা বা ওজর আছে যার দরুন জুমার নামায ও জামাতের সাথে নামায ত্যাগ করা বৈধ হয়ে যায়। যমেন: নজিরে জীবন, সম্মান বা সম্পদ হানরি আশঙ্কাকারী। অথবা নামায একত্রে না পড়লে যার জীবিকা কষ্টগ্রস্ত হবে যে জীবিকা তার একান্ত প্রয়োজন।’

এই সমস্ত ওজর যোহর ও আসর এবং মাগরিবি ও এশার নামায একত্রে পড়ার বৈধতা প্রদান করে।

আর মাগরিবি ও এশার নামায একত্রে পড়ার বৈধতা দিয়ে এমন বিশেষ ছয়টি ওজর রয়েছে, সেগুলোর বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন:

‘দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে এমন বৃষ্টির কারণে যা কাপড়, জুতা কথিবা শরীর ভজিয়ে দেয় এবং যা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। বুখারী তার সনদে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃষ্টিমুখর রাত্রে মাগরিবি ও এশার নামায একত্রে পড়েন। আবু বকর, উমর ও উসমানও অনুরূপ করেন। শশিরি পড়লে কথিবা কাপড় ভজিবে না এমন হালকা বৃষ্টি হলে; মাযহাব অনুসারে নামায একত্রিত করা জায়যে নয়; কেননা সটেকিষ্টদায়ক নয়।

তুষারপাত ও শীতের কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে আছে; তবে দুই যোহরের নামায নয়। যহেতে এগুলো বৃষ্টির হুকুমে পড়ে।

হমিশলৈ জমার কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে। কারণ হমিশলৈ জমে তীব্র শীতের কারণে। এছাড়া কাদা ও তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহের কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে। আল-মাইমুনীর বর্ণনায় ইমাম আহমদ বলেন: ‘ইবনে উমর শীতল রাত্রে দুই নামায একত্রে পড়তেন।’ একাধিক ব্যক্তি যোগ করেন: ‘রাত্রে বেলোয়’। আল-মাযহাবে, আল-মুস্তাওইবে এবং আল-কাফীতে আরকেটু বাড়ান: ‘অন্ধকার থাকলে।’ কাযী বলেন: আর যখন শীতের কারণে জামাত ছড়ে দেয়ার বিষয়টি এসেছে তখন তাতে কাদা-পানির প্রতাপি ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ শীতের কষ্ট কাদা-পানির কষ্টের চেয়ে বেশি নয়। এর দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদনীয় কোনো প্রকার ভীতি ও বৃষ্টি ছাড়াই দুই নামায একত্রে পড়তেন। এ হাদিসকে কাদা-পানি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ব্যাখ্যা করার উপায় নাই। অর্থাৎ অসুস্থতা না থাকা অবস্থায়।

কাষী বলনে: আর এটি (হাদীসটিকে কাদা-পানরি উপর ব্যাখ্যা করা) ওজর ছাড়া বা মানসুখ (রহতি) হিসেবে ব্যাখ্যা করার চয়ে অধিক যুক্তযুক্ত। কারণ এভাবে ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত তথ্য আছে। সুতরাং এই সমস্ত ওজর থাকা অবস্থায় একত্রে নামায পড়া বধৈ। এমনকি য়ে তার নজিরে ঘরে নামায পড়়ে তার জন্য অথবা য়ে ব্যক্তি এমন মসজদিে নামায পড়়ে য়ার পথ ছাউনযুক্ত অথবা য়ে ব্যক্তি মসজদিই থাকে অথবা অনুরূপ য়ে কোনো ব্যক্তরি (যমেন কারো বাড়ি থেকে মসজদি যদি মাত্র কয়কে কদমরে দূরত্ব হয় এবং সখোনে য়েতে তার সামান্য সময় লাগে) জন্য একত্রে করা বধৈ হবৈ। যদিও তাকে সামান্য কষ্টই স্পর্শ করে। কারণ সাধারণ রুখসত (ছাড়) এর ক্ষত্রে কষ্টরে অস্ততিব থাকা এবং না থাকা উভয়ই সমান, যমেন সফররে ক্ষত্রে। আর এই ছাড় কেবল মাগরবি ও এশার জন্য নরিদ্ষিট করা হয়েছে, কারণ এই দু'টি ছাড়া অন্য নামাযরে ক্ষত্রে এই ছাড় উদ্ত হয়নি। আর এই দুটির কষ্ট অধিক য়েতে এগুলো অন্ধকারে পড়া হয়। সফররে কষ্ট হলো পথচলার কারণে ও সঙ্গীদরেকে হারয়িে ফলোর কারণে। এখানে য়া রয়ছে তার বপিরীত।'[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এই সমস্ত ওজররে কারণে কষ্ট হলৈ দুই য়োহর একত্রে করাও বধৈ মনে করার মতকে প্রাধান্য দয়িছেন। তিনি বলনে:

‘এই ব্যাপারে সঠিকি মত হচ্ছৈ: এই সমস্ত ওজররে কারণে দুই য়োহর (যোহর ও আসর) একত্রে করা জায়যৈ; যমেনভাবে মাগরবি ও এশাকে একত্রে করা জায়যৈ। হতৈ হলো: কষ্ট। অতএব, রাতৈ বা দিনৈ কষ্ট পাওয়া গলে একত্রে করা জায়যৈ।'[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমত' (৪/৩৯৩)]

তিনি বলনে: ‘যখন তীব্র শীত পড়বে এবং এমন বায়ু প্রবাহতি হবৈ য়া মানুষকে কষ্ট দয়ে, তখন মানুষরে জন্য য়োহর ও আসর এবং মাগরবি ও এশা একত্রে পড়া জায়যৈ। কারণ সহহি মুসলমিে বর্ণতি হয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেনৈ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদনায় কোনো প্রকার ভীতি বা বৃষ্টি ছাড়া দুই নামায একত্রে পড়ছেনৈ। সকলে ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলনে: এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিলি? তিনি বলনে: য়াতে তাঁর উম্মতরে জন্য কষ্টকর না হয়। এটি প্রমাণ করে য়ে দুই নামায একত্রে করার মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা হচ্ছৈ মুসলমিদরে কষ্ট দূর করা। নতুবা একত্রে করা জায়যৈ নয়। শীতে কষ্ট তখনই হবৈ যখন শীতরে সাথে বাতাস ও শতৈয়প্রবাহ থাকবৈ। যদি শীতরে সাথে বাতাস না থাকে তাহলে মানুষ বেশে জামা-কাপড় পরৈ শীত থেকে বঁচে থাকতে পারবৈ এবং কষ্ট হবৈ না। তাই কটে যদি প্রশ্ন করে: শুধু তীব্র শীতরে কারণে কি দুই নামায একত্রে পড়া জায়যৈ? আমরা বলবৈ: জায়যৈ নহৈ। তবে শর্ত হচ্ছৈ এর সাথে এমন শীতল বায়ু প্রবাহতি হবৈ য়া মানুষকে কষ্ট দয়ে। অথবা এর সাথে যদি তুষার পড়ৈ। তুষার পড়লে নঃসন্দহে সটে কষ্টদায়ক। এ অবস্থায় একত্রে পড়া যাবৈ। নছিক শীত এমন কোনো ওজর নয় য়া নামায একত্রে করার বধৈতা দবৈ। য়ে ব্যক্তি কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া দুই নামায একত্রে পড়বৈ সৈ পাপী। সৈ পররে য়ে নামাযটি পূর্বরে নামাযরে সাথে একত্রে পড়ছে সটে সঠিকি হয়নি এবং গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাকে পুনরায় সটে পড়তে হবৈ। আর যদি বলিম্বে একত্রে করে, তাহলে প্রথম নামাযটি সৈ যথাসময়ে পড়নৈ। এর জন্য সৈ পাপী হবৈ। আমি এই মাসয়ালাটির ব্যাপারে সতর্ক করতে চয়েছেলাম।



কারণ কিছু মানুষ আমাকে জানিয়েছে যে দুই রাত আগে তারা তীব্র শীতের কারণে নামায একত্র করে পড়ছে, অথচ এমন কোনো বায়ুপ্রবাহ ছিল না যা মানুষদের জন্য কষ্টকর ছিল। এভাবে একত্র করা তাদের জন্য বৈধ নয়।’[লকিউল বাবলি মাফতূহ (১/১৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।